মোজাফফর হোসেনকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ



মোজাফফর হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার মেজর (অব.) মো. মোজাফফর হোসেনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সকাল ১০টার মধ্যে তাকে হাজির করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

গত ১৫ জুলাই রাতে রাজধানীর বনানীর একটি বাসা থেকে মোজাফফর হোসেনকে গ্রেপ্তারের কথা জানায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। পরদিন ১৬ জুলাই তাকে ঢাকা সেনানিবাসের মিলিটারি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি সেনা হেফাজতে রয়েছেন বলে ট্রাইব্যুনালকে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম।

বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গত মঙ্গলবার (২১ জুলাই) এ আদেশ দেন। বেঞ্চের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। চিফ প্রসিকিউটরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে আদালত এ নির্দেশ দেন।

আদেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যকর ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মোজাফফর হোসেনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা জরুরি। ১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান এর আগের দিন দলীয় বিরোধ মেটাতে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা, বই ও সাক্ষ্য অনুযায়ী, ওই রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে যাওয়া সশস্ত্র সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে মোজাফফর হোসেনও ছিলেন এবং হত্যার সময় তিনি জিয়াউর রহমানের কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর তিনি পালিয়ে যান এবং তাকে ধরিয়ে দিতে সে সময় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর বিদ্রোহের অভিযোগে সামরিক আদালতে ১৮ জন সেনা কর্মকর্তার বিচার হয়। তাদের মধ্যে ১৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে মেজর এস এম খালেদ ও মেজর মোজাফফর হোসেন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে পলাতক ছিলেন মোজাফফর হোসেন।